Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-VIII, Issue-II, October 2019, Page No. 22-31
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

সংস্কৃত বাঙ্ময়ে পুরাণ পর্যালোচনা

প্রসেনজিৎ পটুয়া
সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, রামপুরহাট মহাবিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ

Abstract

The contribution of the Purana is incontestable in Vedic sahitya and Loukik sahitya. A transparent view of the Lokadharma along with the higher doctrines of religious ideals is blossomed in the Purana sahitya. In a word the religious beliefs of the common people, social practices, justice, belief of fear, superstitions, ideals and principles – all have been depicted in these Puranas. According to the Puranic religious doctrine, truth and ahimsa are the best religion. This truth is not only a higher spiritual consciousness but also a mental purification of the activitiesi.eKarika and ofspeech i.eVachik. The experts on the Purana said that absolution and peace cleanse the dirt of mind, devotion and vairagya make the mind of human beings pure. The restrain over sexualityi.ekama and anger i.ekrodhatames the internal enemies i.erepus of life. As the Puranas depict the confluence of diverse religious ways, we also get the feel of the unity in the Purana. So, we can infer that as far as human beings maintain friendship to each other, the study of the Puranas will go on like ever-flowing river. As the Vedas are called Apourusao, the Puranas are called sruti. Many tales, anecdotes, philosophical doctrine, old sagas i.epurabitta have been wired organically with the Puranas. Actually Veda, Sutra sahitya, the Ramayana, Dharmasutra, Smriti and historical elements are also unique in Purana.Many tales of the Mahabharata and the whole Haribansa are really tinged with the ideas of the Purana. Totally Vedic sahitya, history, the Ramayana, the Mahabharata, philosophy, Smritisastra, Arthasastra, Kamasastra and infinite number of elements – all these things form the entire purana sahitya. The very sensibilities of Indian tradition and culture have been recorded in the Purana sahitya.

Keywords: Vedic Sahitya, History, Ramayana, The Mahabharata, philosophy, Smitisastra.

বেদের আলোকে পুরাণ: বেদ অধ্যয়ন করে এরূপ জ্ঞাত হয় যে পুরাণ শব্দের উল্লেখ ঋগ্বেদ থেকেই প্রারম্ভ হয়। ঋগ্বেদ এ উল্লিখিত হয়েছে যে-

"सनापुराणमध्येम्यारात्"[1]

[1] ঋগ্বেদ-৩.৫.৫৪.৯

অর্থাৎ আমি সনাতন পুরাণের অধ্যয়ন প্রারম্ভ করেছি। ঋগ্বেদের অন্য এক স্থানে পুরাণ শব্দউল্লিখিত হয়েছে যে-

"पुराणमोकःसख्यंशिवंवाम्"।[1]

অর্থাৎ হে অশ্বিনীকুমার আপনাদের স্থান পুরাণে কারণ পুরাণের দ্বারাই আপনাদের অস্তিত্ব জ্ঞাত হয় এবং আপনাদের মিত্রতা থেকে বহু কল্যাণ হয়।

বস্তুতঃ ঋগ্বেদের অনেক মন্ত্রে পুরাণ শব্দের প্রয়োগ হয়েছে। কিন্তু ঋগ্বেদ প্রযুক্ত পুরাণ শব্দ কেবলমাত্র 'পুরাতন' এই অভিপ্রায়কে ব্যক্ত করে- এইরূপ প্রতীত হয়। এখান থেকে সিদ্ধ হয় যে বৈদিক কালে কিছু এইরূপ গাথা বিদ্যমান ছিল, যার উদয় অনেক প্রাচীন কালেই হয়েছিল।

সর্বপ্রথম গ্রন্থরূপে পুরাণ শব্দের উল্লেখ অর্থববেদে পরিলক্ষিত হয়। তাই অর্থববেদে বলা হয়েছে-

"ऋचःसामानिछन्दांसिपुराणंयजुसासह।
उच्छिष्टाज्जज्ञिरेसर्वेदिविदेवादिविश्रिताः"।[2]

অর্থাৎ ঋগ্বেদ, সামবেদ, ছন্দ(অর্থববেদ) তথা যর্জুবেদের সঙ্গেই পুরাণও যজ্ঞের অবশেষ থেকে অথবা সংসারের শাসনকর্তা পরমাত্মা থেকে উৎপন্ন হয়েছে।

অর্থববেদের এক অন্য স্থানে বলা হয়েছে ব্যাসরূপে উৎপন্ন হয়ে সর্বাশ্রয় ঈশ্বর গুরু শিষ্য পরম্পরা থেকে প্রচলিত পুরাণকে লিপিবদ্ধ করেছেন। বেদের এক প্রধান অঙ্গ ঐ পুরাণকে পরমাত্মার যথার্থ সৃষ্টিকর্তা রূপে গ্রহণ করা হয়েছে। তাই বলা হয়েছে-

"यत्रस्कम्भःप्रजनयन्पुराणंव्यवर्तयत्।
एकंतदङ्कंस्कम्भस्यपुराणमनुसंविदुः"।[3]

আবার অর্থববেদের-

"इतिहासस्यचवैसपुराणस्यचगाथानांच।
नारासंसीनांचप्रियंधामभवतियएवंवेद"।[4]

এই সমস্ত মন্ত্র থেকে জ্ঞাত হওয়াযাই যে, বৈদিক কালে পুরাণ তথা পুরাণতত্ত্ব জানা ব্যাক্তির অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল।

ব্রাহ্মণ সাহিত্যে পুরাণ: ব্রাহ্মণ সাহিত্যেও পুরাণের উল্লেখ যত্রতত্র পরিলক্ষিত হয়। যথা শতপথ ব্রাহ্মণ তথা গোপথ ব্রাহ্মণে পুরাণের উল্লেখ পাওয়াযাই। শতপথ ব্রাহ্মণে উল্লিখিত হয়েছে-

"एषदेवांस्तर्प्पयतियएवंविद्वानवाकोवाक्यंमितिहासपुराणमित्यहपहःस्वाध्यायसधीते"।[5]

বাক্যকোষ, বাকোবাক্য, ইতিহাস, এবং পুরাণের নিত্য অধ্যয়ণ করা কর্তব্য। এর থেকে দেবতারা তৃপ্ত হন। শতপথ ব্রাহ্মণে পুনরায় উল্লিখিত হয়েছে যে যজ্ঞের নবম দিনে পুরাণ অধ্যয়ন করা উচিৎ। এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে-

[1] ঋগ্বেদ- ৩.৫.৫৮.৬
[2] অর্থববেদ-১১.৪.৭.২৪
[3] অথর্ববেদ-১০.৪.৭.২৬
[4] অর্থববেদ -১৫.১.৬.১২
[5] শতপথ ব্রাহ্মণ-১১.৫.৭.৯

"অথনবমেঽহন্কিন্সিতপুরাণমাচক্ষীত্"।[1]

শতপত ব্রাহ্মণের অপর এক মন্ত্রে পুরাণের সন্দর্ভে বলা হয়েছে-

"ঋগ্বেদোযর্জুবেদসামবেদোঽর্থবাঙ্গিরসইতিহাসপুরাণংবিদ্যা।
উপনিষদঃশ্লোকোঃসূত্রাণিঅনুব্যাখ্যানানিবাচৈবসম্রাট"।[2]

অর্থাৎ ঋগ্বেদ, যর্জুবেদ, সামবেদ, অর্থব আঙ্গিরস, ইতিহাস পুরাণ, বিদ্যা, উপনিষদ্, শ্লোকসূত্র, অনুব্যাখ্যান তথা ব্যাখ্যান সবই বাকময় বাণী থেকেই সম্রাট হয়।

শতপথ ব্রাহ্মণের অতিরিক্ত গোপথ ব্রাহ্মণেও পুরাণের উল্লেখ পাওয়া যায়। গোপথ ব্রাহ্মণেও কথিত হয়েছে যে কল্প, রহস্য, ব্রাহ্মণ, উপনিষদ্, ইতিহাস এবং পুরাণ মিলিতভাবে বেদ নির্মিত হয়েছে। এই রূপে এখানে ইতিহাস পুরাণাদির সঙ্গে বেদের উৎপত্তি স্বীকার করা হয়েছে-

"এবমিমেসর্ব্বেবেদানির্মিতাঃসকল্পা, সপহস্যাঃ, সব্রাহ্মণাঃ।
সোপনিষত্কাঃসেতিহাসাঃসান্বাখ্যানাঃসপুরাণাঃ"।[3]

গোপথ ব্রাহ্মণের অন্য এক মন্ত্রে লিপিবদ্ধ হয়েছে যে[4] - প্রাচীদিশা থেকে সর্পবেদ, দক্ষিণদিশা থেকে পিশাচবেদ, অশ্বিনদিশা থেকে অসুরবেদ, উত্তরদিশা থেকে ইতিহাসবেদ, উর্দ্ধদিশা থেকে পুরাণের উৎপত্তি হয়েছে। অতএব গোপথ ব্রাহ্মণে পুরাণকেও বেদের সমান স্বতন্ত্র এবং মান্য শাস্ত্ররূপে গৃহীত হয়েছে।

আরণ্যক তথা উপনিষদে পুরাণ: আরণ্যক তথা উপনিষদ গ্রন্থ ব্রাহ্মণেরই অন্তিম ভাগ। বিভিন্ন স্থানে পুরাণের ভিন্ন ভিন্ন রূপের উল্লেখ পাওয়া যায়। তৈত্তিরীয় আরণ্যক এ ব্রহ্মযজ্ঞ প্রসঙ্গে পুরাণানি শব্দের প্রয়োগ হয়েছে। কিন্তু এখানে উল্লিখিত বিষয় হল যে পুরাণানি শব্দের অভিপ্রায় অনেক পুরাণ গ্রন্থ না হয়ে পুরাগত আখ্যানই গৃহীত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে-

"ব্রহ্মযজ্ঞপ্রকরণে-যদ্ব্রাহ্মণানীতিহাসান্পুরাণনিকল্পান্গাথানারাংশংসীর্মেদাহুতযো"।[5]

আরণ্যক গ্রন্থের পরে উপনিষদ্ গ্রন্থেও পুরাণের বর্ণনা পাওয়া যায়। পুরাণের সন্দর্ভে বৃহদারণ্যক উপনিষদে বর্ণিত হয়েছে-

"সযথাদ্রেন্ধনাগ্নেরভ্যাহিতাত্পৃথগ্ধূমাবিনিশ্চরন্তিএবংবাঅরেঽস্যমহতোভূতস্যনিঃশ্বসিতমেতদ্যদ্ঋগ্বেদোযর্জুবেদঃসামবেদোঽর্থবাঙ্গিরসইতিহাসপুরাণম্"।[6]

অর্থাৎ যে রূপ আদ্র কাষ্ঠ থেকে ধোঁয়া বের হয় সেরূপ মহান পরমাত্মার শ্বাস থেকে ঋগ্বেদ, যর্জুবেদ, সামবেদ, অর্থববেদ এবং ইতিহাস ও পুরাণ উৎপন্ন হয়েছে।

---

[1] শতপথ ব্রাহ্মণ-১৩.৪.৩.১৩
[2] শতপথ ব্রাহ্মণ-১৪.৬.১০.৬
[3] গোপথ ব্রাহ্মণ, পূর্বভাগ-২.১০
[4] ঐ-১.১০
[5] তৈত্তিরীয় আরণ্যক-২.৯
[6] বৃহদারণ্যক্ উপনিষদ্-২.৪.১০

ছান্দোগ্য উপনিষদেও উল্লিখিত এক কথা অনুসারে, নারদ জ্ঞান অর্জনের জন্য যখন সনৎকুমার এর কাছে গিয়েছিল তখন তাকে সনৎকুমার জিজ্ঞাসা করেছিলেন আপনি এর পূর্বে কি পাঠ করেছেন? তখন নারদ উত্তরে বলেছিলেন যে-'আমি ঋগ্বেদ, সামবেদ, অর্থববেদ এবং ইতিহাস পুরাণ এর অধ্যয়ন করেছি।' এই প্রসঙ্গে উক্ত হয়েছে-

"ঋগ্বেদংভগবোঽধ্যেমিযর্জুবেদংসামবেদমাথর্বণং
চতুর্থমিতিহাসপুরাণংপঞ্চমংবেদানাংবেদম্"।[1]

ছান্দোগ্য উপনিষদের অপর এক স্থানে ইতিহাসপুরাণ পঞ্চমবেদ নামে উল্লিখিত হয়েছে-

"নামবাঋগ্বেদোযর্জুবেদঃসামবেদআথর্বণশ্চতুর্থইতিহাসপুরাণঃপঞ্চমঃবেদানাংবেদঃ"।[2]

উপনিষদ্ গ্রন্থেও পুরাণকে বেদের সমান সম্মান দেওয়া হয়েছে। এইরূপ কথনের পুষ্টি ছান্দোগ্য উপনিষদের এক শ্লোক থেকে প্রতীত হয়-

"বাগ্বাবনাম্নোভূয়সীবাগ্বাঋগ্বেদংবিজ্ঞাপয়তিযর্জুবেদংসামবেদমাথর্বণংচতুর্থমিতিহাসপুরাণংপঞ্চম
ম্"।[3]

এরূপ ভাবে আমরা আরণ্যক এবং উপনিষদ গ্রন্থের অধ্যয়ন থেকে জানতে পারি যে সংহিতা উত্তর যুগে বেদের সমান পুরাণেরও অস্তিত্ব সমানভাবে গৃহীত হয়েছিল। পুরাণের উৎপত্তির ও বেদের সমান পরম ব্রহ্ম থেকেই মানা হয়েছে। অতএব পুরাণকেও বেদেসদৃশ নিত্য মানা হয় এবং ঐ সময় পুরাণের বহুত্বের কল্পনা স্বীকরণীয়।

সূত্র গ্রন্থ সমূহে পুরাণের স্থান: গৃহ্য, সূত্র, কল্পসূত্র তথা ধর্মসূত্র ও পুরাণের উল্লেখ পাওয়া যাই।আশ্বলায়ণ গৃহ্য সূত্রে পুরাণ অধ্যয়নের উল্লেখ অনেক স্থলে প্রাপ্ত হয়। এর একটি শ্লোকে ইতিহাস তথা পুরাণের অনুশীলন স্বাধ্যায়ের অন্তর্গত রূপে স্বীকার করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে-

"অথস্বাধ্যায়মধীয়োতঋচোযজুংসিসামান্যথর্বাঙ্গিরসো
ব্রাহ্মণানিকল্পান্যাথানারাশংসীরিতিহাসপুরামানীতি"।[4]

এছাড়া আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রের অপর এক স্থানে উল্লিখিত হয়েছে যে যে ব্যাক্তি ইতিহাস এবং পুরাণের স্বাধ্যায় করে সে ব্যক্তি দেব এবং পিতার অমৃততুল্য প্রাপ্ত হয়।

"যদৃচোঽধীতেপয়সঃকুল্যাঅস্যপিতৃন্স্বধাউপক্ষরন্তি,
যদ্যজুংসিঘৃতস্যকুল্যা, যৎসামানিমধ্বঃকুল্যাযদথর্বাঙ্গিরসঃ
সোমস্যকুল্যাঃযদ্ব্রাহ্মণানিকল্পান্গাথানারাশংসীরিতিহাসপুরাণানীত্যমৃতস্যকুল্যাঃ"।[5]

আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রের অপর এক সূত্রে চিরঞ্জীবি মনুষ্যের কথা এবং মাঙ্গলিক ইতিহাস পুরাণ এর পাঠরত অবস্থায় অগ্নি প্রজ্বলন এর বিধি স্পষ্টরূপে নির্দেশ করা হয়েছে-

"তংদীপয়মানাআতসআশান্তরাত্রাদায়ুষ্মতাং
কথাঃকীর্তয়ন্তোমাঙ্গল্যানীতিহাসপুরাণানীত্যাখ্যাপয়সমানাঃ"।[1]

---

[1] ছান্দোগ্য উপনিষদ্-৭.১.২
[2] ছান্দোগ্য উপনিষদ্-৭.১.৪
[3] ছান্দোগ্য উপনিষদ-৭.১.১
[4] আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র-৩.৩.১
[5] ঐ-৩.৩.৩

আপস্তম্ব ধর্ম সূত্রে বলা হয়েছে-

"অষ্টাশীতিসহস্রানিযেপ্রজামীষিরর্ষয়ঃ।
দক্ষিণেণার্যমণঃপন্থানংতেঽমশানানিভেজিরে।।
অষ্টাশীতিসহস্রাণিযেপ্রজাংনেষিরর্ষয়ঃ।
উত্তরেণার্যমণঃপন্থানংতেঽমৃতত্বংহিকল্পতে"।।[2]

আপস্তম্ব ধর্ম সূত্রের এক অন্য স্থানে বলা হয়েছে যে পিতৃগণ প্রলয় পর্যন্ত স্বর্গলোকে অবস্থান করে তথা পুণঃ সৃষ্টির উৎপত্তির সময়ে তারা স্বর্গাদিলোকে বীজভূত হয়। এরূপ বচনের সমর্থন ভবিষ্য পুরাণে প্রাপ্ত হয়-

"আভূতসম্প্লবাস্তেস্বর্গজিতঃপুণঃস্বর্গে,
বীজার্থাভবন্তীতিভবিষ্যৎপুরাণে"।[3]

গৌতমধর্মসূত্রে পুরাণের মহত্ত্ব প্রসঙ্গে বলা হয়েছে-

"তস্যচব্যবহারোবেদোধর্মশাস্ত্রংঅঙ্গানিউপবেদাঃপুরাণম্"।[4]

পুরাণের অধ্যয়ন কেবলমাত্র সাধারণ মানুষের জন্যই নয় অপিতু রাজার জন্যও এর অধ্যয়ন অত্যন্ত আবশ্যক। কারণ বেদোপবেদ, ধর্মশাস্ত্র তথা পুরাণের যথার্থ অধ্যয়ন থেকেই রাজা উচিৎ শাসন এবং ন্যায় কার্যে কুশল হয়।

এইভাবে সূত্র গ্রন্থে প্রাপ্ত মহত্ত্বপূর্ণ সূচনা থেকে জ্ঞাত হয় যে, সূত্র সাহিত্যযুগে পুরাণের স্বরূপ আধুনিক সময়েও উপলব্ধ পুরাণের সদৃশ শাস্ত্রীয় বিষয়রূপে গ্রহণীয় ছিল।

রামায়ণ এবং মহাভারতে পুরাণ: বাল্মীকি রামায়ণে অনেক স্থানে পুরাণ এবং পুরাবিৎ শব্দ স্পষ্টরূপে নির্দেশিত হয়েছে। রামায়ণে বর্ণিত হয়েছে যে সন্তান প্রাপ্তির জন্য অশ্বমেধ যজ্ঞের কথা শ্রবণ করে সুমন্ত্র রাজা একান্তে বলেছিল- "মহারাজ ! এক পুরাণইতিহাস শুনুন আমিও পুরাণে এই বর্ণনা শুনেছি।" তাই এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে-

"এতচ্ছ্রুত্বারহঃসূতোরাজানমিদমব্রবীত্।
শ্রূয়তাংতৎপুরাবৃত্তংপুরাণেচময়াশ্রুতম"।[5]

রামায়ণের অপর এক স্থানে সুমন্ত্রকে পুরাণবিৎ অর্থাৎ পুরাণজ্ঞাতা বলা হয়েছে-

"ইত্যুক্ত্বান্তঃপুরদ্বারমাজগামপুরাণবিত্"।[6]

এভাবে রামায়ণের এক স্থানে নিশাচর মণি সম্পাতিকে সান্তনা দিতে গিয়ে বলেছেন- হে সম্পাতি! আমি পুরাণে আগে ঘটিত অনেক বড় বড় কার্যের কথা শুনেছি। শুনে তপস্যার দ্বারা আমি ঐ সব কথা প্রত্যক্ষ করেছি এবং দেখেছি।

"পুরাণেসুমহৎকার্যংভবিষ্যংহিময়াশ্রুতম্।
দৃষ্টংমেতপসাচৈবশ্রুত্বাচবিদিতংমম"।।[1]

---

[1] আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র-৩.৪.৬
[2] আপস্তম্ব ধর্মসূত্র-২.৯.২৩, ৩-৬
[3] ঐ-২.৯.২৪.৬
[4] গৌতম ধর্মসূত্র-২.১১.২১
[5] শ্রীমদ্ বাল্মিকীয় রামায়ণ-১.৯.১
[6] ঐ-২.১৫.১৮

একইভাবে মহাভারতেও অনেক স্থানে পুরাণের উল্লেখ পরিলক্ষিত হয়। বস্তুতঃ মহাভারতে পুরাণকে কেবল সামান্য রূপেই বর্ণনা নয় অপিতু মহাভারতে পুরাণের মহত্ত্ব তথা সংখ্যারও বর্ণনা প্রাপ্ত হয়।

মহাভারতে বলা হয়েছে যে ইতিহাস এবং পুরাণের দ্বারাই বেদের অর্থও প্রকাশিত হয়। মহাভারতে পুরাণের বর্ণনীয় বিষয়েরও উল্লিখিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে-

"इतिहासपुराणाभ्यांवेदंसमुपवृंहयेत्।
विभेत्यल्पश्रुतात्वेदोमामयंप्रहरिष्यति"।[2]

মহাভারতে সূতপুত্র উগ্রশ্রবা ঋষিকে জিজ্ঞাসা করে যে হে ঋষিগণ! আমি কি এখন পুরাণের ধর্মার্থ যুক্ত পবিত্র কথা এবং মহানুভব রাজাদের এবং ঋষিদের ইতিহাস শোনাব ? এই প্রসঙ্গে উক্ত হয়েছে-

"पुराणसंहिताःपुण्याःकथावाधर्मार्थसंश्रिताः।
इतिवृत्तंनरेन्द्राणामृषीणांचमहात्मनम्"।[3]

পুরাণে অনেক দিব্য কথায় রাজা তথা বিদ্বানদের বংশাবলীর বর্ণনা প্রাপ্ত হয়। মহাভারতের এক স্থানে শৌনক সূতপুত্রকে বলেন-" হে লোমহর্ষণ পুত্র ! পুরাণে দেবতাদের চরিত্র এবং মহানুভব পুরুষের আদি বংশের বৃতান্ত কথিত হয়েছে, পূর্বে তোমার পিতার কাছে আমরা ঐ সব বৃত্তান্ত শুনেছি।" এই প্রসঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে-

"पुराणेहिकथादिव्यआदिवंशाश्चधीमताम्।
कथ्यन्तेताःपुरास्माभिःश्रुताःपूर्वंपितुस्वव"।[4]

এই ভাবে রামায়ণ এবং মহাভারতে পুরাণের অস্তিত্বের সঙ্গে সঙ্গে তার বিস্তার ও উল্লিখিত হয়েছে। আর ঐ সময়ের মনুষ্য কেবল পুরাণের সামান্য পরিচয়ই নয় অপিতু বর্ণনীয় বিষয় এবং সংখ্যাও সম্যকরূপে অবগত ছিলেন।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে পুরাণ: কৌটিল্য নিজ অর্থশাস্ত্র গ্রন্থে বিভিন্ন স্থানে পুরাণ তথা ইতিহাসের বর্ণনা করেছেন যা ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে মহত্ত্বপূর্ণ। অর্থশাস্ত্রে বলা হয়েছে-

"कार्तान्तिकनैमित्तिक, मोहुर्तिक, पौराणिक,
सूतमागधाःपुरोहितपुरुषाःसर्वाध्यक्षाश्चसाहस्राः"।[5]

কৌটিল্য বলেছেন যে, রাজার এক পুরাণ জ্ঞাতাকে নিযুক্ত করবেন, এবং সহস্র পণ দিয়ে রাজা তার কাছে থেকে পুরাণ কথা শুনবেন।

পুরাণে কৌটিল্যের সময় সদাচার সম্বন্ধী বিষয় বিদ্যমান ছিল কারণ অর্থশাস্ত্রে আচার্য কৌটিল্য বলেছেন যে রাজার হিতকারী, অর্থশাস্ত্রের জ্ঞাতা মন্ত্রী ইতিবৃত্ত অর্থাৎ প্রাচীনকালের রাজাগণের চরিত্র তথা পুরাণের দ্বারা রাজা অসৎ পথে গমন থেকে বিরত থাকবেন। এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে-

"मुख्यैरवगृहीतंवाराजानंतत्प्रियाश्रितः।
इतिहासपुराणाभ्यांवोधयेदर्थशास्त्रवित्"।[1]

---

[1] শ্রীমদ্ বাল্মিকীয় রামায়ণ-৪.৬২.৩
[2] মহাভারত, আদিপর্ব-১.২০৪
[3] ঐ-১.১৪
[4] মহাভারত, আদিপর্ব -৫.২
[5] কৌটিল্য অর্থশাস্ত্র-৫.৩

আচার্য কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রে পুরাণের বর্ণনা ইতিহাস এর অন্তর্গত করেছেন। আচার্য বলেছেন যে পুরাণ, ইতিবৃত্ত, আখ্যায়িকা, উদাহরণ, ধর্মশাস্ত্র এবং অর্থশাস্ত্র এই সবই ইতিহাস এর অন্তর্গত রূপে স্বীকার্য। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন-

"पुराणमितिवृत्तमाख्यायिकोदाहरणंधर्मशास्त्रमर्थशास्त्रंचेतीतिहासः"।[2]

অতএব উপরোক্ত বিষয় থেকে জানা যায় যে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র যুগে পুরাণের মহত্ত্ব বিদ্যমান ছিল। কারণ পুরাণে বিদ্যমান সদাচার সম্বন্ধী উপদেশের মাধ্যমে দিয়ে কুমার্গে গত রাজাকে সুমার্গে আনা হত।

স্মৃতি গ্রন্থে পুরাণ: স্মৃতি গ্রন্থে পুরাণের উল্লেখের সঙ্গে সঙ্গে পুরাণের বিশিষ্ট উপযোগিতা বর্ণনা করা হয়েছে। পুরাণ অধ্যয়নের সময় প্রসঙ্গে মনুস্মৃতিতে বলা হয়েছে-

"स्वाध्यायंश्चावयेत्पित्र्येधर्मशास्त्राणिचैवहि।
आख्यानानीतिहासांश्चपुराणाणिखिलानिच"।[3]

শ্রাদ্ধের সময় বেদ, ধর্মশাস্ত্র, আখ্যান, ইতিহাস, পুরাণ এবং খিল অর্থাৎ শ্রীসূক্ত, শিবসংকল্পসূক্ত আদি শ্রবণ করা কর্তব্য।

যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিতে পুরাণকে ১৪ টি বিদ্যার অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে-

"पुराणन्यायमामांसाधर्मशास्त्राङ्गमिश्रिताः।
वेदाःस्थानानिविद्यानांधर्मस्यचचर्तुदश"।।[4]

অর্থাৎ পুরাণ, ন্যায়, মীমাংসা, ধর্মশাস্ত্র, বেদ এর ছয় অঙ্গ (অর্থাৎ শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ এবং জ্যোতিষ) এবং ঋগ্বেদ, যর্জুবেদ, সামবেদ তথা অর্থববেদ এই ১৪ টি বিদ্যায় ধর্মের স্থান তথা আধার।
যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতির অপর এক স্থানে উল্লিখিত হয়েছে-

"वेदाथर्वपुराणानिसेतिहासानिशक्तितः।
जपयज्ञप्रसिद्धयर्थंविद्यांचाध्यात्मिकींजपेत्"।।[5]

অর্থাৎ জপ-যজ্ঞের উৎকর্ষ সিদ্ধির জন্য সাধককে বেদ, অর্থব, পুরাণ, ইতিহাস তথা আধ্যাত্মিকী বিদ্যা নিজ শক্তি অনুসারে অধ্যয়ন এবং মনন করা কর্তব্য।

যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতির উক্তি হল, সেই মুনি ধর্ম প্রর্বতক যে মুনির দ্বারা বেদ, পুরাণ, বিদ্যা, উপনিষদ, শ্লোক, সূত্র তথা ভাষ্য অর্থাৎ সম্পূর্ণ বাঙ্ময় জগতে প্রসারিত তথা প্রচারিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে উক্ত হয়েছে-

"यतोवेदाःपुराणानिचविद्योपनिषदस्था।
श्लोकाःसूत्राणिभाष्याणियत्चकिञ्चनवाङ्मयम्"।।[6]

---

[1] কৌটিল্য অর্থশাস্ত্র, অধিকরণ-৫, প্রকরণ-৯৪-৯৫, অধ্যায়-৬
[2] কৌটিল্য অর্থশাস্ত্র, অধিকরণ-১, প্রকরণ-২, অধ্যায়-৪
[3] মনুস্মৃতি-৩.২৩২
[4] যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি-১.৩
[5] ঐ-১.১০১
[6] যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি-৩.১৮৯

ব্যাস স্মৃতি অনুসারে বেদ পারঙ্গ অর্থাৎ বেদজ্ঞ হওয়ার জন্য বিস্তার পূর্বক ছয়টি অঙ্গের সঙ্গে বেদ এবং ইতিহাস পুরাণের অধ্যয়ণ এবং মনন আবশ্যক। তাই বলা হয়েছে-

"मीमांसतेचयोवेदान्षडभिरङ्गेःसविस्तरैः।
इतिहासपुराणानिसभवेद्वेदपारगः"।।[1]

ব্যাস স্মৃতির অপর এক স্থানে বেদ অধ্যয়নের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে-

"ब्राह्मणक्षत्रियविशस्त्रयोवर्णाद्विजातराः
श्रुतिस्मृतिपुराणोक्तधर्मयोगस्तुनेतराः"।।[2]

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় তথা বৈশ্য এই বর্ণ দ্বিজাতির নামের দ্বারা প্রসিদ্ধ। শ্রুতি, স্মৃতি তথা পুরাণে প্রতিপাদিত ধর্মের অধিকার এই তিন বর্ণেরই।

উশনস্মৃতিতে বলা হয়েছে -

"वेदंधर्मपुराणंचतथातत्त्वानिनित्यशः।
संवतसरोषितेशिष्येगुरुज्ञानंविनिर्दिशेत्"।।[3]

এই ভাবে উপরোক্ত শ্লোকদুটি থেকে জানা যায় যে, যেভাবে বেদের অধ্যয়ন কোনো গুরুর সমীপে প্রাপ্ত হয় সেই ভাবেই পুরাণের অধ্যয়ন-অধ্যপণা কিছু মর্যাদার সঙ্গে পালিত হয়।

নীতিশাস্ত্রে পুরাণ: নীতিশাস্ত্র গ্রন্থেও পুরাণের পর্যাপ্ত সম্মান দৃষ্টিগোচর হয়। শুক্রনীতিতে পুরাণের যে লক্ষণ দেওয়া হয়েছে তা বিস্মৃত। এই প্রসঙ্গে শুক্রনীতিতে তাই বলা হয়েছে-

"साहित्यशास्त्रनिपुणःसंगीतज्ञश्चसुस्वरः।
सर्गादिपञ्चकज्ञातासवैपौराणिकःस्मृतः"।।[4]

অর্থাৎ পৌরানিক তিনিই, যে সাহিত্য শাস্ত্রে নিপুণ, সঙ্গীতজ্ঞের সঙ্গে সঙ্গে মধুর স্বরযুক্ত এবং স্বর্গ, প্রতিস্বর্গ, বংশ, মন্বন্তর, বংশানুচরিত এই পাঁচ তত্ত্বের জ্ঞাতা।

অপর এক স্থানে বলা হয়েছে যে ধর্মতত্ত্ব অতিগূঢ়, সেইজন্য বুদ্ধিমান মনুষ্যের কর্তব্য হল সংসেবিত শ্রুতি, স্মৃতি এবং পুরাণে প্রতিপাদিত কর্মের পালন করা। এই প্রসঙ্গে উক্ত হয়েছে-

"धर्मतत्तंहिगहनमतःसंसेवितंनरः।
श्रुतिस्मृतिपुराणानांकर्मकुर्याद्विचक्षणः"।।[5]

বস্তুতঃ নীতিশাস্ত্রে পুরাণের মহত্ত্বের কারণেই পুরাণের অধ্যয়নের কথা বলা হয়েছে।

দার্শনিক গ্রন্থে পুরাণ: দার্শনিক গ্রন্থেও পুরাণের অত্যধিক বর্ণনা দৃষ্টিগোচর হয়। কুমারিলভট্ট তন্ত্রবার্ত্তিকে পুরাণের স্বরূপ তথা বিষয় সম্বন্ধে বহু মূল্যবান উক্তি করেছেন। কুমারিল ভট্ট তন্ত্রবার্ত্তিকে একটি শ্লোকে বলেছেন যে পুরাণে

[1] ব্যাস স্মৃতি-৪.৪৫
[2] ঐ-১.১৫
[3] উশন স্মৃতি-৩.৩৪
[4] শুক্রনীতি-২.১৭৯
[5] শুক্রনীতি-৩.৩৯

কলিযুগ বিষয়ে কথিত হয়েছে যে কলিযুগে শাক্য (গৌতমবুদ্ধ) তথা অন্য মহর্ষিদের প্রাদুর্ভাব ঘটবে যারা ধর্ম বিষয়ে বিপ্লব আনবে কিন্তু তাদের বচন কাদের কাছে গ্রহণীয় হবে? এই প্রসঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে-

"स्मर्यन्तेचपुराणेषुधर्मविप्लुतिहेतवः।
कलौशाक्यादयस्तेषांकोवाक्यंश्रोतुमर्हति"।।[1]

যজ্ঞ সম্বন্ধিত দেবতার স্বরূপ পরিভাষিত করতে গিয়ে শরবস্বামী উল্লেখ করেছেন যে ইতিহাস পুরাণে প্রাপ্ত একটি মত হল এই যে- দেবতার তাৎপর্য হল অগ্নি আদি দেবতা যারা স্বর্গে নিবাস করেন। এই প্রসঙ্গে জৈমিনি সূত্রে বলা হয়েছে-

"कापुणरियंदेवतानाम।एकंतावन्मनंयाएताइतिहास-
पुराणेष्वग्न्याद्याःसंकीर्त्यन्तेनाकसदस्तादेवताइति"।।[2]

এই ভাবে দর্শন গ্রন্থে প্রদত্ত পুরাণ সম্বন্ধিত উদাহরণ থেকে পুরাণের বিষয় তথা স্বরূপ সম্পর্কে আমরা অধিক তথ্য প্রাপ্ত হয়।

বস্তুতঃ দার্শনিকরা নিজ গ্রন্থ তথা টীকাতে পুরাণের যে স্বরূপ উল্লেখ করেছেন তা বর্তমান উপলব্ধ পুরাণ থেকে ভিন্ন নয়। ফলতঃ এটা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে ঐ সময় দার্শনিক আচার্যরা পুরাণের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন এবং পুরাণকে সম্মানের সঙ্গে দেখতেন।

কাব্য গ্রন্থে পুরাণ: সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্রও পুরাণের উল্লেখ প্রাপ্ত হয়। কাব্যশাস্ত্রে অনেক স্থানে পুরাণের কথা তথা পুরাণেরশ্লোকের বর্ণনা করা হয়েছে। আচার্য মম্মট নিজ কাব্যশাস্ত্রের প্রথম উল্লাসে কাব্যের প্রয়োজনের কারিকা বৃত্তিতে বলেছেন-

"प्रभुसम्मितशब्दप्रधामवेदादिशास्त्रेभ्यःसुहृतसम्मितार्थतात्पर्यवत्पुराणादीतिहासेभ्यश्चशब्दार्थयोर्गु णभावेनरसाङ्गभूतव्यापारप्रवणतयाविलक्षणंयत्काव्यं.....सर्वथातत्रयतनीयम्"।।[3]

পরম আনন্দের অনুভূতি তথা রাজাদেশের সমান বেদ আদি শাস্ত্র থেকে বিলক্ষণ, মিত্র বচনের সমান অর্থ প্রধান পুরাণ এবং ইতিহাস আদি থেকে বিলক্ষণ, শব্দ তথা অর্থের গুণীভাবের কারণে রসের সাধক (ব্যঞ্জনা) ব্যাপারের প্রধানতার দ্বারা (বেদ-শাস্ত্র-পুরাণ-ইতিহাস আদি থেকে) বিলক্ষণ.....অবশ্যই প্রযত্ন করা কর্তব্য।

সংস্কৃত সাহিত্যের মহান গদ্যকবি বাণভট্ট পুরাণের সঙ্গে খুব ভালোভাবে পরিচিত ছিলেন। তাঁর দুটি গদ্যকাব্য কাদম্বরী তথা হর্ষচরিতে পুরাণের বর্ণনা বিশেষভাবে উপলব্ধ হয়। কাদম্বরীর পূর্বভাগে তিনি বলেছেন-

"देवविदितसकलशास्त्रार्थःराजनीतिप्रयोगकुशलःपुराणेतिहासकथालापनिपुणः.....सकलभूतलरत्न
भूतोऽयंवैशम्पायनोनामशुकः"।[4]

অর্থাৎ হে দেব সকল শাস্ত্রের অর্থের জ্ঞাতা রাজনীতি প্রয়োগে কুশল, পুরাণ এবং ইতিহাস এর কথা কথনে নিপুণ .....সম্পূর্ণ ভূতলে রত্নভূত বৈশম্পায়ন নামক এই সুখ।

জ্বাবালি ঋষির আশ্রম বর্ণনা প্রসঙ্গে বাণভট্ট কাদম্বরীতে উল্লেখ করেছেন-

---

[1] তন্ত্রবার্তিক-১.৩.১

[2] জৈমিনি সূত্র, শরবভাষ্য- ১০.৪.২৩

[3] কাব্যপ্রকাশ, প্রথমোল্লাস-পৃষ্ঠা-৩৩-৩৪

[4] কাদম্বরী, পূর্বভাগ-পৃষ্ঠা-৪৩-৪৪

"यत्रचमहाभारतेशकुनिवधःपुराणेवायुप्रलपितंवयःपरिणामेनद्विजपतनम्.....मूलाणामधोगतिः"।[1]

বাণভট্ট কেবল কাদম্বরীতেই নয় হর্ষচরিতেও পুরাণের বর্ণনা করেছেন। বাণভট্ট বলেছেন বায়ুপুরাণ মুনিদের দ্বারা গীত হয় এবং ইহা অত্যন্ত বিস্মৃত,জগৎ প্রসিদ্ধ। এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে-

"तदपिमुनिगीतमतिपृथुतदपिजगद्व्यपिपावनंतदपि।
हर्षचरितादभिन्नंप्रतिभातिहिमेपुराणमिदम्"।[2]

কাদম্বরী এবং হর্ষচরিতে প্রাপ্ত বায়ু পুরাণের উল্লেখ থেকে পুরাণের লোকপ্রিয়তা সিদ্ধ হয়। এখান থেকে জানা যায় যে ঐ সময়ে পুরাণের পাঠ সাধারণ মানুষের মধ্যেও প্রচলিত ছিল।

এই ভাবে সংস্কৃত কাব্য গ্রন্থে পুরাণের কেবল সামান্য উল্লেখই নয় অপিতু পুরাণের মহত্ত্বও প্রদর্শিত হয়েছে।যেখানে পুরাণকারেরা হতাশায় ভরা জীবনকে নৈতিকতার পথ দেখিয়ে জীবনকে সুখসাগরে সিক্ত করে তোলে, সেখানে পৌরাণিক অনুভূতি ত্রিবিধ দুঃখের যাঁতাকলে পিষ্ট মানুষকে মোক্ষমার্গে উত্তীর্ণ করায়।

সন্দর্ভ-গ্রন্থসূচী (Bibliography):

মূলগ্রন্থ:

১। ঋগ্বেদ : স্বামী দয়ানন্দ ভাষ্য, বৈদিক পুস্তকালয়, দয়ানন্দ আশ্রম, কেশরগঞ্জ, আজমের।
২। : সায়ণ ভাষ্য সহিত, অনু. প. রামগোবিন্দ ত্রিবেদী, চৌখম্বা বিদ্যাভবন, বারাণসী, ২০০৭।
৩। অথর্ববেদ : সায়ণ ভাষ্য সহিত, সম্পা. প. রামস্বরূপ শর্মা গৌড়, চৌখম্বা বিদ্যাভবন, বারাণসী, ২০০৩।
৪। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ : সায়ণ ভাষ্য সহিত, সম্পা. প্রো. পুষ্পেন্দ্র কুমার, নাগ প্রকাশন, দিল্লী, ১৯৯৮।
৫। আপস্তম্ব গৃহ্যসূত্র : হরদত্ত এবং সুদর্শাচার্য টীকা সহিত, হিন্দী অনু. উমেশচন্দ্র পাণ্ডেয়, চৌখম্বা সীরীজ অফীস, বারাণসী, ১৯৭১।
৬। নিরুক্ত : যাস্ককৃত, প.মুকুন্দ ঝা, চৌখম্বা সুরভারতী প্রকাশন, বারাণসী, ১৯৮৯
৭। নীতিশতকম:বিনোদ কুমার শর্মা, নির্মাণ প্রকাশন, দিল্লী, ২০০৬
৮। মনুস্মৃতি:অনুবাদক পণ্ডিত রামেশ্বর ভট্ট, চৌখম্বা সংস্কৃত প্রতিষ্ঠান, দিল্লী, ২০০৭

সহায়ক গ্রন্থাবলী:

১। বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দু, কৌটিলীয়ম্ অর্থশাস্ত্র, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ২০১০
২। গায়ত্রী, বন্দ্যোপাধ্যায়, সংক্ষিপ্ত মহাভারত, গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর, ২০১৬
৩। বসু, রাজশেখর, বাল্মীকি রামায়ণ, এম.সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিমিটেড, ১৪১৮
৪। গোস্বামী, বিজয়া, কাব্যপ্রকাশ, সদেশ, কলকাতা, ২০০৬
৫। ভট্টাচার্য্য, শ্যামাপদ, কাদম্বরী, সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা, ২০০৬
৬। জানা, সুনীল কুমার, হর্ষচরিতম্, সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা, ২০১৭

[1] ঐ- পৃষ্ঠা-১৫২-১৫৩
[2] হর্ষচরিত, তৃতীয়োচ্ছাবাস, পৃষ্ঠা-১৪৬